ব্যাংক গ্যারান্টি কি ? কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণের প্রয়োজন হয় ? ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তি ও নগদায়নের ক্ষেত্রে কি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় ?

সরকারী রাজস্ব সুরক্ষায় চাহিদা মোতাবেক কোন তফসিলী ব্যাংক যখন কোন পাওনা পরিশোধকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমপরিমাণ অর্থ চাহিবা মাত্রই পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে যে অঙ্গীকারনামা প্রদান করে তাই ব্যাংক গ্যারান্টি নামে পরিচিত। ব্যাংকে গ্যারান্টি নিঃশর্ত ও শর্তযুক্ত হতে পারে। তরে সরকারী পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে নিঃশর্ত ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করা হয়।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে ব্যাংক গ্যারান্টির উদ্ভব হয় :-

(ক) দাবীনামা সম্বলিত কারণ দর্শাও নোটিশ বিচারাধীন থাকা অবস্থায় বন্ডিং কার্যক্রম সচল রাখার জন্য গৃহীত ব্যাংক গ্যারান্টি;

(খ) মাননীয় হাইকোর্টের আদেশে বিচারাধীন মামলা সংশ্লিষ্ট রাজস্বের বিপরীতে প্রদত্ত ব্যাংক গ্যারান্টি;

(গ) রাজস্ব সুরক্ষায় যদি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা কোন শুল্ক ষ্টেশন যদি বিবেচনা করে যে বিশেষ কোন পণ্য বন্ডের আওতায় ছাড়করনে জড়িত রাজস্বের সমপরিমাণ ব্যাংক গ্যারান্টির রাখার প্রয়োজন হয় তবে প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানে নির্দেশ দিতে পারেন;

(ঘ) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়েরের সময় শুল্ক ষ্টেশনের ধারা ৯৪ অনুযায়ী জড়িত শুল্ক-কর অর্থদন্ডের বিপরীতে প্রদত্ত ব্যাংক গ্যারান্টি;

(ঙ) এছাড়া সরকারী রাজস্বের সুরক্ষায় বিবেচনা প্রসূত যে কোন আবস্থায় ব্যাংক গ্যারান্টির দাখিলের নির্দেশ দেয়া যায়। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যাংক গ্যারান্টির সাথে জড়িত অর্থ যদি সরকারী খাতে পরিশোধযোগ্য নয় তবে চাহিদা মোতাবেক ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক, কমিশনারের নামে একটি পে-অর্ডার প্রদান করেন। উক্ত পে-অর্ডার কমিশনারের একাউন্টে নির্ধারিত তফসিলী ব্যাংকে জমা হয়। অতঃপর কমিশনার প্রদত্ত চেকসহ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জড়িত রাজস্বের স্ব স্ব খাতে উক্ত টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা করা হয়।